প্রথম আলো

তারিখ ... 11 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৮

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা ছুটি শেষে কর্মস্থলে না ফেরায় ৯৪ শিক্ষকের চাকরি বাতিল

কুদরাত-ই-খুদা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ●

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ৯৪ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়ে গেছে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার কাজে ছুটিতে বিদেশে গিয়ে ওই শিক্ষকেরা পরবর্তীকালে আর কর্মস্থলে ফিরে আসেননি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিধি মোতাবেক ওই শিক্ষকদের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

সূত্র আরও জানিয়েছে, ছুটিকালীন ওই শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁদের নিয়মিত বেতন উত্তোলন করেছেন, যা এখন তাঁদের ফেরত দিতে হবে। হিসাব অনুযায়ী, ওই শিক্ষকদের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওনা হয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। তবে এর মধ্যে তিন কোটি টাকা আদায় হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ শফির ভাষ্যমতে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী উচ্চতর ডিগ্রি বা গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা আবেদন সাপেক্ষে পাঁচ বছরের জন্য বিদেশে যাওয়ার শিক্ষা ছুটি বা সুযোগ পান। ছুটি শেষে ফিরে এসে চাকরিতে যোগদান করতে হবে মর্মে তাঁরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষরও করেন। তবে পাঁচ বছরের মধ্যে কোনো শিক্ষক ফিরে না এলে অথবা তাঁর গবেষণা বা ডিগ্রির কাজ শেষ না হলে ফের তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে হয় এবং আবেদন সাপেক্ষে বিনা বেতনে ছুটি আরও দুই বছর বাড়ানো হয়ে থাকে। এর মধ্যেও কোনো শিক্ষক ফিরে না এলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর চাকরি বাতিল হয়ে যাবে এবং ওই শিক্ষককে ছুটিকালীন ভোগ করা বেতন-ভাতার ...এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

শিক্ষা ছুটি শেষে কর্মস্থলে না ফেরায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুরো টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ফেরত দিতে হবে।

জানা গেছে, গত কয়েক বছরে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য শিক্ষা ছুটিতে যাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের অনেক শিক্ষক ছুটি শেষে দেশে ফিরে এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। তবে এর মধ্যে ৯৪ জন শিক্ষক বিদেশে উচ্চ বেতনে চাকরি পাওয়ায় আর দেশে ফিরে আসেননি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওই শিক্ষকেরা তাঁদের শিক্ষা ছুটিকালীন বেতন-ভাতাসহ যাবতীয় সুবিধা ভোগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই শিক্ষকদের চাকরিতে যোগদানের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করা হয়। তবে তাঁরা এ ব্যাপারে সাড়া দেননি। ফলে বিধি অনুযায়ী ওই শিক্ষকদের চাকরি বাতিল হয়ে যায়।

সূত্র আরও জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী চাকরি বাতিল হওয়া ওই ৯৪ জন শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষা ছুটিকালীন দায় বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পাঁচ কোটি টাকা পাওনা। এর মধ্যে প্রশাসন বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করে ওই শিক্ষকদের কাছ থেকে প্রায় তিন কোটি টাকা আদায় করেছে। এঁদের মধ্যে পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হানিফ তালুকদারের কাছ থেকে নয় লাখ ৪৫ হাজার আটশ ১৭ টাকা, একই বিভাগের আবু বাশার মোহাম্মদ শফিকুর রহমানের কাছ থেকে আট লাখ ৮৪ হাজার একশ টাকা, কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক ড. মো. গজের আলীর কাছ থেকে আট লাখ ১৪ হাজার দুইশ ৬০ টাকা, একই বিভাগের মো. লতিফুর রহমানের কাছ থেকে ছয় লাখ ২৯ হাজার দুইশ ৩৯ টাকা, গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক নাসিম ইকবালের কাছ থেকে ছয় লাখ ৪২ হাজার ছয়শ ৫৫ টাকা, মার্কেটিং বিভাগের নাঈমুর রহমানের কাছ থেকে পাঁচ লাখ ১১ হাজার পাঁচশ সাত টাকা, একই বিভাগের মোহাম্মদ ইউনুসের কাছ থেকে চার লাখ ৩৩ হাজার, ব্যবস্থাপনা বিভাগের ওবাইদুর রহমানের কাছ থেকে পাঁচ লাখ ২৯ হাজার সাতশ ৫৬ টাকা, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সানজিদা জহুরা হাবিবের কাছ থেকে চার লাখ সাত হাজার পাঁচশ ১৬ টাকা পাওয়া গেছে।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ শফি বলেন, বকেয়া টাকা আদায়ের যথাযথ উদ্যোগ না নিলে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিরাট ক্ষতির কারণ হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষক এম আনতাফ হোসেন বলেন, শুধু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, অন্যান্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। শিক্ষকেরা চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করে ছুটি নিয়ে বিদেশে যাচ্ছেন প্রথম, ফিরে আসছেন না। এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এম আব্দুল বারী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, বিগত প্রশাসনের মতো বর্তমান প্রশাসনও ওই শিক্ষকদের কাছ থেকে পাওনা টাকা উদ্ধারের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।